দৈনিক জনকণ্ঠ

151

তারিখ ... NOV 15 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

তিন কোটি শিক্ষার্থীর ওপর এখন 'হরতাল খড়্গ' ঝুলছে॥ ছাত্র শিক্ষক-অভিভাবক উদ্বিগ্ন

ইলিয়াস খান

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন কোটি শিক্ষার্থীর একাডেমিক কার্যক্রমের ওপর এখন 'হরতাল খড়্গ' ঝুলছে। কবে কোন্ পরীক্ষা কিংবা ক্লাস কাটা পড়বে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক কেউই পূর্বাহ্নে বলতে পারেন না।

শিক্ষাবর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বছরের শেষ তিন মাসে এই অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে চরম হতাশা, ক্ষোভ বিরাজ করছে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা এই অবস্থাকে বলেছেন, 'শিক্ষার্থী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন।'

বিরোধী দলগুলো সম্প্রতি এক অনানুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে ২৪ নবেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার জন্য আহ্বান জানায়। এই আহ্বানের পর সবাই ধারণা করেছিল, অন্তত এর আগে আর কোন হরতাল ডাকা হবে না, কিন্তু হঠাৎ করে ১৬ নবেম্বর হরতাল ডাকা হলো। এই হরতালের খ শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছেছে আজ সোমব সকালে। সুতরাং পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া একজ ছাত্র এই খবরে বিস্মিত হয়ে পড়বে। নতুন ক প্রস্তুতি নেবে অন্য পরীক্ষার।

(১১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখ

তিন কোটি শিক্ষার্থীর

(প্রথম পাতার পর)

দেশের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এখন কোন না কোন পরীক্ষা চলছে। তবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে। এই স্কুলে এখন চলছে বার্ষিক পরীক্ষা। নবেম্বরের প্রথম থেকেই এই পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই মাসের ৪ দিনের হরতালের কারণে অনেক পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে।

আগামী ১৬ তারিখের পরীক্ষাও স্থগিত হয়ে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে। এ দিকে দেশের সব স্কুলের রুটিন একই সময়ানুযায়ী করা হয়নি। যেমন রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১৭ নবেম্বর। শেষ হওয়ার কথা ১ ডিসেম্বর। অথচ বিরোধী দল বলছে ২৪ নবেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে। এ বিষয়ে আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষা রওনাক জাহান বলেন, ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমাদের একাডেমিক কার্যক্রম চলে, রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা না নিতে পারলে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হবে। তা ছাড়া সামনে আসছে রমজান মাস। এ সময় পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, অন্তত পরীক্ষার মৌসুমে হরতাল বন্ধ রাখা উচিত। উদয়ন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, আমার স্কুলে পরীক্ষার রুটিন ছিল ৮ থেকে ১৮ নবেম্বর। ইতোপূর্বে ৮-৯ নবেম্বরের পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছি। এখন আবার ১৬ তারিখের পরীক্ষাও পিছাতে হবে।

তিনি বলেন, এই বিষয়ে মন্তব্য করতেও কষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর খামখেয়ালিতে পুরো জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যত শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে লেখাপড়া করতে পারছে না। বার বার পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হওয়ায় তারা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ছে। এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। উদয়ন স্কুলের করিডরে বসেই কথা হয় অভিভাবক নিরু শামসুন্নাহারের সাথে। ক্ষোভে, রাগে, কষ্টে, ঘৃণায় তিনি ঠিকভাবে কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়ান। আমাদের কষ্ট তাঁরা বুঝতে পারছেন না। এসএসসি পরীক্ষার্থী মোরসালিনের মা নিরু আরও বলেন, আমার ছেলেকে নিয়ে শিক্ষকের বাসায় যেতে পারছি না। তা ছাড়া হরতালের দিনে ওর বাবা বাসায় থাকায় পড়াশোনাও কম হয়। তিনি বলেন, হরতালের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জিম্মি করা এক ধরনের শিশু নির্যাতন। এটা বন্ধ করতে হবে।

উদয়নের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী স্বর্ণালী অতশী এবার তার জন্মদিন পালন করতে পারবে না। স্বর্ণালী বলল, আগামী ১৯ নবেম্বর তার জন্মদিন। কিন্তু ইতোপূর্বে হরতালের কারণে স্থগিত হয়ে যাওয়া পরীক্ষা ওই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাতিল। হরতালের কারণে পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় নানা সমস্যা হয় বলে জানায় স্বর্ণালী। যে কোন কোর্সের পড়া আবার নতুন করে পড়তে হয়। এ সময় আর মনোযোগ থাকে না। গ্রীনরোডস্থ ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুলের একজন এসএসসি পরীক্ষার্থীর অভিভাবক মিসেস লুৎফা মান্নান বললেন, পরীক্ষার মৌসুম যাক, তারপর রাজনৈতিক দলগুলো যা ইচ্ছা তাই করুক। তিনি বলেন, নিয়মিত টাকা দিচ্ছি, কিন্তু আমার ছেলে কোচিং-এও পড়তে যেতে পারে না, ওর গৃহশিক্ষকও আসতে পারে না। এ আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি। কোন কিছুর বিনিময়েই এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব না।

ভিকারুন্নিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষা হামিদা আলী বলেন, হরতাল ভয়াবহ ক্ষতি করছে। সবচেয়ে ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র শামীম আহসান-এর দ্বিতীয় বর্ষের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা ছিল গত ৮ নবেম্বর। নতুন তারিখ পড়েছে ২৯ নবেম্বর। অর্থাৎ এক পরীক্ষার জন্য পিছিয়ে গেছে ২১ দিন। ভবিষ্যতে আরও কত পরীক্ষা পেছাবে কে জানে। মিরপুর মনিপুর স্কুল ছাত্রের একজন অভিভাবক বলেন, হরতাল আমার সন্তান-সন্ততীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত করে দিচ্ছে। রাজনীতিবিদদের কাছে আমার প্রার্থনা, আমাদের মুক্তি দিন।